সোনালী রঙের আধাঁর

লরেন্স ব্যারেল

সম্পতি জনৈক আমার ফেসবুকে একটি ভিডিও ফুটেজ যুক্ত করে লিখলেন ‘মাস্ট সি’। ভিডিওটি দেখে অনেকেই আপন অনুভূতি ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন নীচে। অসংখ্য চমতকারিত্বের দাবীদার ‘পার্পল ফেদার’এর এ বিজ্ঞাপনটি। তবে দু’টি মন্তব্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। একজন লিখেছেন, দেখে কি বুঝেছেন শেয়ার করলে খুশী হবো। অন্য কমেন্টটি হলো, বিশেষ করে যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য। গভীর আগ্রহ নিয়ে এক মিনিট বায়ান্ন সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনটি চুমুকেই দেখে নিলাম। আমার অভিমত ব্যক্ত করার আগে বিজ্ঞাপনটির বর্ণনা এ রকম, বিলাশবহুল এলাকার প্রশস্ত সড়কের পাশে বসে একজন বয়স্ক লোক সবার কাছে সাহায্য চাইছে। অন্যকথায় ভিক্ষা করছে। তার পাশে একটি কার্ডবোর্ডে লেখা ‘আমি একজন অন্ধ, দয়া করে সাহায্য করুন’। চলমান পথচারীদের কেই কেউ কয়েন ছুড়ছেন। অধিকাংশই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাত কালো সানগ্লাস পরিহিত একজন স্মার্ট তরুনী তার সামনে এসে দাঁড়ালে লোকটি দু’হাত দিয়ে তরুনীর জুতা ছুঁয়ে একজনের উপস্থিতি বুঝে নিলেন। তরুনীটি কার্ডবোর্ডটির উল্টোদিকে কি যেন খসখস করে লিখে চলে গেলেন। এবং এর পর থেকে বৃষ্টিধারার মতো পথচারীরা কয়েন ছুঁড়তে লাগলো। কিছুক্ষন পরে সেই স্মার্ট তরুনীর আবার আগমন ঘটলে লোকটি জুতা ছুঁয়ে চিনতে পারলেন। তরুনীটি চলে যাবার পর বোর্ডের লেখাটি দেখানো হলো। সেখানে সে লিখেছে, ‘আজকের দিনটি সুন্দর এবং আমি তা দেখতে পারছিনা’। পরে কোম্পানীর স্লোগান দেখানো হয়, চেঞ্জ ইওর ওয়ার্ডস চেঞ্জ ইওর ওয়াল্ড। ভিডিওটি দেখা মাত্রই সবারই ভালো লেগে যাবার কথা। চমতকার আইডিয়া। শুধু একটু কথার পরিবর্তন করলেই মানুষের মানসিকতার কি ব্যাপক পরিবর্তন করানো যায়। বদলে যায় দিন। প্রাণ আসে স্বপ্নে।

বিজ্ঞাপনটি আরো কয়েকবার দেখার পর মনে এক সহজ প্রশ্নর জন্ম নিলো, কোম্পানীর উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাঝে ধুমপান আসক্তি বাড়ানোর জন্য যতোই স্মার্ট আকষর্নীয় আধুনিক বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হোক না কেন তা কি গ্রহনযোগ্য ? অবশ্যই না। নি:সন্দেহে এটি একটি নেতিবাচক বিজ্ঞাপন। ধুমপানের চেয়েও মারাত্মক হলো ‘ভিক্ষাবৃত্তি’। ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে পরোমুখাপেক্ষী করে, কর্মবিমুখ করে, নিজের উপর আস্থাহীন করে। সর্বোপরি পরবর্তী বংশধরকে শ্রমহীন উপার্জনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ফলে সমাজ ও জাতির কাঠামো-অবকাঠামোকে দু:স্বপ্নের জালে ঢেকে দেয়। প্রগতির হাতকে অবশ করে তোলে দিনেদিনে। সেই ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করে যতোই চৌকষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হোক না কেন তা সচেতন

সমাজে কখোনোই গ্রহনযোগ্য নয়, বরং ঘৃণ্য অপরাধ। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, হযরত মোহাম্মাদের কাছে এক লোক ভিক্ষা চাইলে তিনি ভিক্ষা না দিয়ে নিজ অর্থে একটি কুঠার কিনে তাতে হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, কাঠ কেটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করো। বললেন, কাজ করো ভিক্ষা নয়। প্রায় পনেরো শ' বছরের আগের ঘটনা এটি। তারমানে আমরা একটুও এগুইনি? নিথর নি:শ্চুপ হয়ে আছে আমাদের বিবেক? দেড় হাজার বছরের ইাতহাস থেকে আমরা কি অর্জন করিনি কিছুই? আমরা এখেনো আটকে আছি 'ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহন করিনা'-এমন নেতিবাচক উক্তির সংবৃতে। অবশ্য উচ্চ পর্যায়ে এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি আছে যাকে সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় 'তোষামদ' বা 'চাটুকারবৃত্তি'। এই তোষামোদকারীরা হাত কচ্লাতে পছন্দ করেন। নিজের হাত এবং সুবিধা লাভের আশায় তার চেয়ে উচ্চ ব্যক্তির হাত কচ্লিয়ে লাল বানিয়ে ফেলার মধ্যে তীব্র আনন্দ খুঁজে পান। ভিক্ষাবৃত্তির মতো নিকৃষ্ট পেশাকে এইসব মানুষেরাই উতসাহিত করতে চায়। চায় এর ব্যাপক বিস্তৃতি। আমি ভীষন শংকিত না জানি কবে এনার্জি ড্রিংকস্রে বিজ্ঞাপনে মনোহরী চটুল শব্দ প্রয়োগ করে ধর্ষন দৃশ্য ব্যবহার করা হবে।

মানুষ সময়ের সৃষ্টি। তারপরেও মানুষ সময়কে ডিঙ্গিয়ে যায়। নিজের চেয়ে ভারী বস্তুকে উত্তোলন করে অদম্য বিশ্বাসে। পৃথিবীকে শত বছর এগিয়ে রেখেছে মানুষ। বিশ্ববাসী অপেক্ষায় আছে কবে মানুষের পদচিহ্নে বিজয়ের আল্পনা অংকিত হবে মঙ্গলগ্রহে। ফলে স্বপ্নমুখী মানুষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে আজ জয় করতে শিখেছে। নিজের উপর আত্মাবিশ্বাসী হয়েই বেটোফেন, মোজার্ট সকল শারীরিক দীনতাকে তুচ্ছ করে নিজেকে উপনীত করেছেন কালজয়ী কম্পোজারের আসনে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত নিক ভুজেসিক (Nick Vujicic) বিশ্বের সকল মানুষের অনুপ্রেরণার উতসো। হাত-পা বিহীন এই অসাধারণ ব্যক্তিটি দেশে দেশে ঘুরে মানুষের প্রাণে নতুন আলোর সঞ্চারণ করছেন। শিশু ও শিক্ষার্থীদের চেতনার দুয়ারে জ্বালিয়ে চলেছেন বিশ্বময় উজ্জ্বল করার মঙ্গল দীপ। যেখানে ভিক্ষাবৃত্তির দারস্থ হয়ে কৌশুলী বিজ্ঞাপনের অবয়ব নিদারুনভাবে ঘৃনিত। সোনালী রঙের আলো চোখে পড়লেই আমরা সাধারণ মানুষেরা আলোর ভিতরে লুকায়িত আধাঁরের কুতসিত বীজপত্রকে কখোনো তলিয়ে দেখিনা। সৃষ্টিশীলতায় কোনো নেতিবাচক চাকচিক্যের স্থান নেই। আছে অমোঘ সুন্দরের দ্রবন। আছে কালোত্তীর্ন ভাবনার স্বপ্নদানা । প্রিয় ফেসবুকের মন্তব্যকারী বন্ধুদ্বয়, আমি যা বুঝেছি তা যতীচিহ্নসহ লিখে জানালাম। আপনি কি বুঝেছেন তা জানালে প্রীত হবো। আর এ বিজ্ঞাপনটি থেকে কিছু শেখার মতো গভীর শিক্ষা আমার মাঝে নাই বলে - সত্যিই লজ্জিত।

laurence.barrel@yahoo.com